দৈনিক জনকণ্ঠ

৫৪

তারিখ ...JAN 26 1999. ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ৪.....

প্রাইমারীর বিনামূল্যের বই চট্টগ্রামে অবাধে বিক্রি ॥ কর্তৃপক্ষ নীরব

জনকণ্ঠ রিপোর্ট ॥ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পৌছার আগেই প্রাইমারী স্কুলের বিনামূল্যে বিতরণের সরকারী বই এখন দেদারসে বিক্রি হচ্ছে চট্টগ্রামে। মহানগরীর প্রধান বই বিপণি কেন্দ্র আন্দরকিল্লার বেশ কিছু লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছে সরকারীভাবে ছাপানো এ সব বই। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার চোখের সামনেই এভাবে অবৈধভাবে সরকারী বই বিক্রি চললেও এ সব অবৈধ ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে রহস্যময় কারণে কোন ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

দেশের কোমলমতি শিশুদের জন্য শিক্ষাকে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে সরকার ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত সব ক'টি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ করে আসছে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নীতিমালা অনুযায়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, পিটিআই সংযুক্ত পরীক্ষণ বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, 'অনুমতি প্রাপ্ত' আন রেজিস্টার্ড বিদ্যালয়, কমিউনিটি স্যাটেলাইট ও শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়, কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্রের প্রাথমিক স্তর, সরকারী ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এতিমখানার প্রাথমিক স্তর, সরকারী ও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারী মাধ্যমিক/নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিনামূল্যে এ বই সরবরাহ করার কথা। গত ৩ জানুয়ারি থেকে সারা দেশে এই বই বিতরণ কর্মসূচী শুরু হয়েছে। বই বিতরণের জন্য ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রাইমারী স্কুলগুলো খোলা রাখা হয়। বিভিন্ন স্কুলে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সেখানে বিনামূল্যে বিতরণের সম্পূর্ণ বই এখনও পৌছেনি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারাও স্বীকার করে চাহিদা অনুযায়ী তাদের বই না পাবার কথা। অথচ অবৈধ বই ব্যবসায়ীরা সব ক'টি ক্লাসের সব ক'টি বিষয়ের বই-ই বিক্রি করছে। ক্লাস শুরুর সময় ঘনিয়ে আসা এবং স্কুলে বই না পৌছার কারণে শিক্ষকরাও ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকদের পরামর্শ দিচ্ছেন বাজার থেকে বই কিনে নিতে। আর এই সুযোগে পুস্তক ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে এ বই বিক্রি করে হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল অর্থ। ১ম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তিনটি বই ৩০ থেকে ৫০ টাকা, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ৬টি বই ৮০ থেকে ১২০ টাকা এবং ৫ম শ্রেণীর ৬টি বই ১৫০ থেকে ২০০ টাকায় তারা বিক্রি করছে।

আন্দরকিল্লার বেশ ক'টি বইয়ের দোকান ঘুরে দেখা গেছে, প্রাইমারী স্কুলের বই কেউ চাইলে প্রথমে তাদেরকে নিউজপ্রিন্ট কাগজে ছাপানো বই দেখানো হয়। পরে ক্রেতার চাহিদানুসারে দোকানের পেছন থেকে আনা হয় অফসেট পেপারে মুদ্রিত সরকারী বই। আন্দরকিল্লার কয়েক বই ব্যবসায়ী জানান, অবৈধ ব্যবসায়ীদের এ অপতৎপরতার কারণে নিউজপ্রিন্ট পেপারে ছাপানো বৈধ বইগুলো বিক্রি করতে তাঁদের হিমশিম খেতে হচ্ছে।